آيَاتُ الْحَمْلِ وَالْإِنْجَابِ

গর্ভধারণ ও সন্তান লাভের আয়াতসমূহ

সংকলন ও অনুবাদ: Raqi Hijbullah

মোট ৩৩টি অংশ · আরবি আয়াত ও সহজ বাংলা অর্থ

১ **সূরা মারইয়াম : ১–৯**

كٓهيعٓصٓ ﴿١﴾ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُۥ زَكَرِيَّآ ﴿٢﴾ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ نِدَآءً خَفِيًّا ﴿٣﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿٤﴾ وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوَٰلِيَ مِن وَرَآءِي وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا ﴿٥﴾ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ۖ وَٱجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٦﴾ يَٰزَكَرِيَّآ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَٰمٍ ٱسْمُهُۥ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُۥ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ﴿٧﴾ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَٰمٌ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّا ﴿٨﴾ قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـًٔا ﴿٩﴾

অর্থ

কাফ-হা-ইয়া-আইন-সোয়াদ। এটা তোমার রবের সেই রহমতের কথা, যা তিনি তাঁর বান্দা জাকারিয়ার উপর করেছিলেন — যখন তিনি তাঁর রবকে চুপিচুপি ডেকেছিলেন। তিনি বললেন: “হে আমার রব! আমার হাড়গুলো দুর্বল হয়ে গেছে, আর বার্ধক্যে মাথার চুল সাদা হয়ে জ্বলজ্বল করছে। হে আমার রব! আপনার কাছে দোয়া করে আমি কখনো নিরাশ হইনি। আমার পরে আমার আত্মীয়স্বজনদের (দ্বীন পালন নিয়ে) আমি ভয় পাচ্ছি, আর আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। তাই আপনার পক্ষ থেকে আমাকে একজন উত্তরাধিকারী দান করুন, যে আমার এবং ইয়াকুবের বংশের উত্তরাধিকারী হবে। আর হে আমার রব! তাকে আপনার পছন্দের মানুষ বানান।” (আল্লাহ বললেন:) “হে জাকারিয়া! আমি তোমাকে এক পুত্রসন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম ইয়াহইয়া। এর আগে এই নামে আমি কাউকে বানাইনি।” তিনি বললেন: “হে আমার রব! আমার ছেলে হবে কীভাবে, অথচ আমার স্ত্রী বন্ধ্যা, আর আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি?” তিনি বললেন: “এভাবেই হবে। তোমার রব বলেছেন: এটা আমার জন্য খুব সহজ। আমি তো এর আগে তোমাকেও সৃষ্টি করেছি, যখন তুমি কিছুই ছিলে না।”

২ **সূরা আল-হিজর : ৫৩–৫৬**

قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿٥٣﴾ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿٥٤﴾ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ ﴿٥٥﴾ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿٥٦﴾

অর্থ

ফেরেশতারা বলল: “ভয় পাবেন না, আমরা আপনাকে এক জ্ঞানী পুত্রসন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি।” ইবরাহিম বললেন: “আমাকে বার্ধক্য পেয়ে বসার পরও কি তোমরা আমাকে সুসংবাদ দিচ্ছ? তোমরা কিসের সুসংবাদ দিচ্ছ?” তারা বলল: “আমরা আপনাকে সত্য সুসংবাদই দিচ্ছি, তাই আপনি নিরাশ হবেন না।” তিনি বললেন: “পথভ্রষ্টরা ছাড়া আর কে তার রবের রহমত থেকে নিরাশ হয়?”

৩ **সূরা আন-নাহল : ৭২**

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

অর্থ

আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই জোড়া (স্বামী-স্ত্রী) বানিয়েছেন, তোমাদের জোড়া থেকে তোমাদের দিয়েছেন ছেলেমেয়ে ও নাতি-নাতনি, আর তোমাদের দিয়েছেন পবিত্র রিজিক। তবুও কি তারা মিথ্যার প্রতি ঈমান রাখবে, আর আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার করবে?

৪ **সূরা আল-ফুরকান : ৫৪**

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

অর্থ

তিনিই পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তারপর তার জন্য বংশের আত্মীয়তা ও বিয়ের আত্মীয়তা তৈরি করেছেন। আর তোমার রব সবকিছু করতে সক্ষম।

৫ **সূরা আল-ফুরকান : ৭৪**

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

অর্থ

আর যারা বলে: “হে আমাদের রব! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের আমাদের জন্য চোখের শীতলতা বানিয়ে দিন, আর আমাদের মুত্তাকিদের জন্য আদর্শ বানান।”

৬ **সূরা লুকমান : ১৪**

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

অর্থ

আমি মানুষকে তার মা-বাবার সাথে ভালো ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট সয়ে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে, আর দুই বছরে তার দুধ ছাড়ানো হয়। (নির্দেশ দিয়েছি:) আমার প্রতি এবং তোমার মা-বাবার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আমার কাছেই সবার ফিরে আসা।

৭ **সূরা আর-রূম : ২১**

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

অর্থ

তাঁর নিদর্শনগুলোর একটি হলো, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও; আর তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া তৈরি করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।

৮ **সূরা আস-সাফফাত : ৭৭**

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾

অর্থ

আর আমি তার (নূহের) বংশধরদেরই টিকিয়ে রেখেছি।

৯ **সূরা আন-নাজম : ৪৫–৪৬**

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ﴿٤٥﴾ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ﴿٤٦﴾

অর্থ

আর তিনিই জোড়া সৃষ্টি করেছেন — পুরুষ ও নারী — বীর্যের ফোঁটা থেকে, যখন তা (গর্ভে) পড়ে।

১০ **সূরা আল-ওয়াকিয়া : ৫৮–৫৯**

أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ﴿٥٨﴾ ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَٰلِقُونَ ﴿٥٩﴾

অর্থ

তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তোমরা যে বীর্য নিক্ষেপ করো? তা থেকে (সন্তান) কি তোমরা সৃষ্টি করো, নাকি আমিই সৃষ্টিকর্তা?

১১ **সূরা আল-কিয়ামাহ : ৩৭–৪০**

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِىٍّ يُمْنَىٰ ﴿٣٧﴾ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٣٨﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰٓ ﴿٣٩﴾ أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْۦِىَ ٱلْمَوْتَىٰ ﴿٤٠﴾

অর্থ

সে কি বীর্যের একটি ফোঁটা ছিল না, যা (গর্ভে) পড়েছিল? তারপর তা জমাট রক্তপিণ্ড হলো, তারপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করলেন ও সুঠাম করলেন। তারপর তা থেকে বানালেন জোড়া — পুরুষ ও নারী। তবুও কি তিনি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম নন?

১২ সূরা আল-মুরসালাত : ২০–২৩

أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٢٠﴾ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿٢١﴾ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢٢﴾ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ﴿٢٣﴾

অর্থ

আমি কি তোমাদের তুচ্ছ পানি থেকে সৃষ্টি করিনি? তারপর তা রেখেছি এক নিরাপদ জায়গায় (মায়ের গর্ভে), একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। এভাবে আমি সব ঠিকঠাক নির্ধারণ করেছি; আর আমি কত চমৎকার নির্ধারণকারী!

১৩ সূরা আত-তাকভীর : ৭–৯

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴿٧﴾ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾

অর্থ

যখন আত্মাগুলোকে (দেহের সাথে) জোড়া লাগানো হবে, আর যখন জীবন্ত কবর দেওয়া মেয়েশিশুকে জিজ্ঞেস করা হবে — কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?

১৪ সূরা আত-তারিক : ৫–৭

فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿٧﴾

অর্থ

মানুষের ভেবে দেখা উচিত, তাকে কী থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে বের হওয়া পানি থেকে, যা বের হয় মেরুদণ্ড ও বুকের হাড়ের মাঝখান থেকে।

১৫ **সূরা আশ-শূরা : ৪৯–৫০**

لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿٤٩﴾ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

অর্থ

আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। যাকে চান কন্যাসন্তান দেন, আর যাকে চান পুত্রসন্তান দেন। অথবা তাদের ছেলে ও মেয়ে দুটোই দেন, আর যাকে চান নিঃসন্তান রাখেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

১৬ **সূরা আল-বাকারা : ৭২**

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ۖ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾

অর্থ

স্মরণ করো, যখন তোমরা একজনকে হত্যা করেছিলে, তারপর সে বিষয়ে একে অন্যের উপর দোষ চাপাচ্ছিলে। আর তোমরা যা গোপন করছিলে, আল্লাহ তা বের করে প্রকাশ করে দেবেন।

১৭ **সূরা আল-আম্বিয়া : ৭২**

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿٧٢﴾

অর্থ

আর আমি তাকে (ইবরাহিমকে) দান করেছি ইসহাক, আর অতিরিক্ত পুরস্কার হিসেবে (নাতি) ইয়াকুব। আর তাদের প্রত্যেককেই আমি নেককার বানিয়েছি।

১৮ **সূরা আল-আম্বিয়া : ৮৯–৯১**

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿٨٩﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴿٩٠﴾ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩١﴾

অর্থ

আর (স্মরণ করো) জাকারিয়ার কথা, যখন তিনি তাঁর রবকে ডেকে বললেন: “হে আমার রব! আমাকে একা (নিঃসন্তান) রেখো না; আর আপনিই সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী।” তখন আমি তাঁর দোয়া কবুল করলাম, তাঁকে দান করলাম ইয়াহইয়া, আর তাঁর স্ত্রীকে (সন্তান ধারণের) উপযুক্ত করে দিলাম। তারা ভালো কাজে দ্রুত এগিয়ে যেত, আশা ও ভয় নিয়ে আমাকে ডাকত, আর তারা ছিল আমার প্রতি বিনয়ী। আর (স্মরণ করো) সেই নারীর কথা (মারইয়াম), যিনি নিজের সতীত্ব রক্ষা করেছিলেন। আমি তাঁর মধ্যে আমার রূহ থেকে ফুঁকে দিয়েছিলাম, আর তাঁকে ও তাঁর ছেলেকে জগতবাসীর জন্য নিদর্শন বানিয়েছিলাম।

১৯ **সূরা আল-হাজ্জ : ৫**

وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا

অর্থ

…আর আমি যাকে ইচ্ছা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মায়ের গর্ভে রেখে দিই, তারপর তোমাদের শিশু হিসেবে বের করে আনি…

২০ **সূরা আল-বাকারা : ১২৮**

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾

অর্থ

(ইবরাহিম ও ইসমাইলের দোয়া:) হে আমাদের রব! আমাদের দুজনকে আপনার অনুগত (মুসলিম) বানান, আর আমাদের বংশধরদের মধ্য থেকেও আপনার অনুগত একটি জাতি বানান। আমাদের ইবাদতের নিয়ম দেখিয়ে দিন এবং আমাদের তওবা কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

২১ **সূরা আল-বাকারা : ২০৫**

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾

অর্থ

আর যখন সে ফিরে যায় (বা ক্ষমতা পায়), তখন পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করতে এবং ফসল ও প্রাণী ধ্বংস করতে চেষ্টা চালায়। আর আল্লাহ ফাসাদ পছন্দ করেন না।

২২ **সূরা আলে ইমরান : ৬**

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦﴾

অর্থ

তিনিই মায়ের গর্ভে তোমাদের যেমন ইচ্ছা আকৃতি দেন। তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই; তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

২৩ **সূরা আলে ইমরান : ৩৬**

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ ۖ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾

অর্থ

তারপর যখন মারইয়ামের মা সন্তান প্রসব করলেন, তখন বললেন: “হে আমার রব! আমি তো কন্যাসন্তান প্রসব করেছি।” — অথচ তিনি কী প্রসব করেছেন, আল্লাহ তা ভালো করেই জানতেন — “আর ছেলে তো মেয়ের মতো নয়। আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম। আমি তাকে ও তার বংশধরদের বিতাড়িত শয়তান থেকে আপনার আশ্রয়ে দিচ্ছি।”

২৪ সূরা আলে ইমরান : ৩৮–৪০

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٣٩﴾ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿٤٠﴾

অর্থ

সেখানেই জাকারিয়া তাঁর রবকে ডেকে বললেন: “হে আমার রব! আপনার পক্ষ থেকে আমাকে একটি পবিত্র সন্তান দান করুন। নিশ্চয়ই আপনি দোয়া শোনেন।” তারপর তিনি যখন মিহরাবে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছিলেন, তখন ফেরেশতারা তাঁকে ডেকে বলল: “আল্লাহ আপনাকে ইয়াহইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন — যে আল্লাহর এক বাণীর (ঈসার) সত্যায়নকারী হবে, নেতা হবে, নিজেকে সংযত রাখবে এবং নেককারদের মধ্যে একজন নবী হবে।” তিনি বললেন: “হে আমার রব! আমার ছেলে হবে কীভাবে, অথচ আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি, আর আমার স্ত্রী বন্ধ্যা?” আল্লাহ বললেন: “এভাবেই — আল্লাহ যা চান তা-ই করেন।”

২৫ সূরা আলে ইমরান : ৪৭

قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾

অর্থ

মারইয়াম বললেন: “হে আমার রব! আমার সন্তান হবে কীভাবে, অথচ কোনো পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি?” আল্লাহ বললেন: “এভাবেই — আল্লাহ যা চান সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কোনো কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন শুধু বলেন ‘হও’, আর তা হয়ে যায়।”

২৬ **সূরা আন-নিসা : ১**

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

অর্থ

হে মানুষ! তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদের একজন মানুষ (আদম) থেকে সৃষ্টি করেছেন, তার থেকেই সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে, আর তাদের দুজন থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন অনেক পুরুষ ও নারী। আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে অধিকার চাও, আর আত্মীয়তার সম্পর্কের ব্যাপারেও সতর্ক থাকো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখেন।

২৭ **সূরা আল-মায়িদা : ৩২**

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

অর্থ

এ কারণেই আমি বনি ইসরাইলের জন্য বিধান লিখে দিয়েছিলাম: যে কেউ কাউকে হত্যা করল — খুনের বদলা বা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টির কারণ ছাড়া — সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করল। আর যে কারো প্রাণ বাঁচাল, সে যেন সব মানুষের প্রাণ বাঁচাল। আমার রাসূলরা তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিলেন; তবুও এরপর তাদের অনেকেই পৃথিবীতে সীমালঙ্ঘন করে চলেছে।

২৮ **সূরা আল-আন'আম : ১৪৩**

ثَمَٰنِيَةَ أَزْوَٰجٍ ۖ مِّنَ ٱلضَّأْنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ ۗ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ
ٱلْأُنثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۖ نَبِّـُٔونِى بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ
﴿١٤٣﴾

অর্থ

(আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন) আটটি জোড়া — ভেড়া থেকে দুটি (নর ও মাদি) এবং ছাগল থেকে দুটি। বলো: “তিনি কি নর দুটিকে হারাম করেছেন, নাকি মাদি দুটিকে, নাকি মাদি দুটির গর্ভে যা আছে তা? তোমরা সত্যবাদী হলে প্রমাণসহ আমাকে জানাও।”

২৯ **সূরা আল-আ'রাফ : ১৮৯**

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا
تَغَشَّىٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِۦ ۖ فَلَمَّآ أَثْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا
صَٰلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

অর্থ

তিনিই তোমাদের একজন মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন, এবং তার থেকেই তার স্ত্রীকে বানিয়েছেন, যাতে সে তার কাছে শান্তি পায়। তারপর যখন স্বামী স্ত্রীর সাথে মিলিত হলো, স্ত্রী হালকা গর্ভ ধারণ করল এবং তা নিয়ে চলাফেরা করতে থাকল। তারপর যখন গর্ভ ভারী হয়ে এলো, তখন তারা দুজনই তাদের রব আল্লাহর কাছে দোয়া করল: “আপনি যদি আমাদের একটি সুস্থ-সুন্দর সন্তান দেন, তবে অবশ্যই আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।”

৩০ **সূরা হুদ : ৭১–৭৩**

وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴿٧١﴾ قَالَتْ يَا وَيْلَتَىٰ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٧٢﴾ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۖ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ۚ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ﴿٧٣﴾

অর্থ

ইবরাহিমের স্ত্রী দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি হেসে উঠলেন। তখন আমি তাঁকে ইসহাকের সুসংবাদ দিলাম, আর ইসহাকের পরে ইয়াকুবের। তিনি বললেন: “হায় আশ্চর্য! আমি সন্তান জন্ম দেব, অথচ আমি বৃদ্ধা, আর আমার এই স্বামীও বৃদ্ধ? এটা তো সত্যিই এক আশ্চর্য ব্যাপার!” ফেরেশতারা বলল: “আপনি কি আল্লাহর কাজে আশ্চর্য হচ্ছেন? হে নবী-পরিবারের লোকেরা! আপনাদের উপর আল্লাহর রহমত ও বরকত রয়েছে। নিশ্চয়ই তিনি প্রশংসিত, মহিমান্বিত।”

৩১ **সূরা আর-রা'দ : ৮**

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ ﴿٨﴾

অর্থ

আল্লাহ জানেন প্রত্যেক নারী গর্ভে কী ধারণ করে, আর গর্ভাশয়ে কী কমে এবং কী বাড়ে। আর তাঁর কাছে প্রত্যেক জিনিসের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে।

৩২ **সূরা আর-রা'দ : ৩৮**

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

অর্থ

তোমার আগেও আমি অনেক রাসূল পাঠিয়েছি, এবং তাদেরও স্ত্রী ও সন্তান দিয়েছিলাম। আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো নিদর্শন নিয়ে আসা কোনো রাসূলের পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রত্যেক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি লিখিত বিধান আছে।

৩৩ **সূরা ইবরাহিম : ৩৯–৪০**

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٩﴾ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴿٤٠﴾

অর্থ

(ইবরাহিম বললেন:) সব প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে ইসমাইল ও ইসহাককে দান করেছেন। নিশ্চয়ই আমার রব দোয়া শোনেন। হে আমার রব! আমাকে নামাজ কায়েমকারী বানান, আর আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও। হে আমাদের রব! আমার দোয়া কবুল করুন।

বাংলা অর্থ সহজ ভাষায় ভাবানুবাদ। আরবি লেখা ছাপানো বা সংরক্ষণের আগে একটি মুসহাফের সাথে মিলিয়ে নেওয়ার অনুরোধ রইল।